Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 2, Issue 1 (2026)
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগ

সারসংক্ষেপ

কর্ম মানুষের জীবদেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে মানবকে ন্যূন্যতম ইন্দ্রিয়চালিত কর্ম করতে হয়। যথা আহার, মল মূত্র ত্যাগ। কারণ প্রত্যেক কর্মে কিছু না কিছু ফল আসে। মানুষের কর্মই ধর্ম, ধর্মেই মুক্তি। নিজ নিজ কর্মের **মধ্য দিয়েই মানুষ উন্নতি সাধন করে। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী হওয়া। যে কোন কর্মই সুখ,** শান্তি, আনন্দানুভূতি দেয়। আনন্দ অনুভূতি থেকেই পরম নির্বাণ লাভ হয়। গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুনঃ বলেছেন। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই যে বৈরাগ্য ও প্রশান্তি উদয় হয়, তার দ্বারা পরাভক্তি জন্মে। পরাভক্তিতে মোক্ষপ্রাপ্তির হয়।

Bablu Barman "Vidyaratna"
Department of Sanskrit, Raiganj University, India
Email: bablubarman0205@gmail.com
Corresponding Author*: Bablu Barman
Email of Corresponding Author*: bablubarman0205@gmail.com

Keywords: গীতা, মানব, কর্ম, মোক্ষ, ফল।

Received: *14th October 2025,* **Accepted:** *14th February 2026* **Published:** *28th February 2026*

প্রস্তাবনা- প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্মের ও কর্মের শিক্ষা জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষ চরিত্রে ও ধর্মে, গুণে ও কর্মে বড় বা ছোট হয়, উচ্চ বা নীচ হয়। কর্তব্য কর্ম করে কেও কখনো নীচ বা ছোট হয়না। গীতা এই শিক্ষা দেয় নীচ বংশে জন্মেও যার অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা, উন্নত চরিত্র, ধর্মপরায়নতা প্রভৃতি গুণে মহৎ হয়। তাদের মহানুভবতা ও আদর্শকে সম্মুখে রেখে চলতে হয় তাই বলা হয়েছে-"মহাজেন যেন গতাঃ স পন্থাঃ।" শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে আচরণ করবে ইতর জনেরাও তা করবে। শ্রীমদ্ভগবতে আছে-

"যদ্যদাচরিত শ্রেয়ানিতর স্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"[১]

কর্ম যতই নীচ হোক না কেন মানুষকে কখনো নীচ করে না। জগতে গুণের আদর চিরদিনই করেছে। শ্রমসাধ্য কর্ম করা শ্রেষ্ঠ এবং গৌরবজনক। মহৎগুণ সকলের অন্তরে

বিরাজমান থাকবে। সুখ দুঃখ ভোগ কর্মের ফল যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই ফল ভোগ করবে। কর্মের মাধ্যমেই ফল প্রাপ্তি হবে।

গীতায় ভগবানের নির্লিপ্ত কর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে গুণ ও কর্মবিভাগ অনুযায়ী চারবর্ণের সৃষ্টি করেন। জ্ঞানযোগে নির্লিপ্ত কর্মদিয়ে মুমুক্ষ ভক্তের আদর্শ ও স্থিতিপ্রজ্ঞার লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্ত দেন-

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তরমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্□"[২]

অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আমি ওর সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও বিকার রহিত বলেও জানিও।

গুণাধীশ ঈশ্বর ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সাহায্যে নির্লিপ্তভাবে সৃষ্টিস্থিতি কার্য করেন। সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্ম হলো-যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা। অল্পসত্ত্বগুণ বিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ করা।[৩] অল্প তমোগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্যদের স্বাভাবিক কাজ হলো কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। তমঃপ্রধান শূদ্রের স্বাভাবিক কাজ হলো অন্য তিন বর্ণের শারীরিক সেবা করা। চারবর্ণের কাজগুলোর সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম নিয়তঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দাতি তচ্ছৃনু□
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্□
স্বকর্মণা তমর্ভচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ□"[৪]

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে, স্বকর্মে তৎপর থাকিলে কিরূপে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করবে। যা থেকে ভূত সমূহের উৎপত্তি বা জীবের কর্মচেষ্টা, যিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছেন। মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁর অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। শুধুমাত্র শূদ্রই সমাজের সেবক নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই সমাজের সেবক এবং সকলেই নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা ভগবানের অঙ্গ মনে করে, তার যথাযথ সেবার দ্বারা মোক্ষ লাভ করতে পারেন। সাত্ত্বিক ব্যক্তির আদর্শ হবে নিষ্কাম সেবা, নির্লোভ সেবা-তার সেবা কোনও বিনিময়ের ধার ধারে না, কোন প্রাপ্যের লোভ রাখে না। কিন্তু নিঃস্বার্থ হয়ে কেউ রোগীর শুশ্রূষা করে না। সেখানে বৃত্তিভোগিনী কারিনীও অবজ্ঞার বস্তু নয়। নিরঞ্জনরায় বলেন- "Brahmacharya is a civiling agency, if anybody speaks against of it. I will fight like a rusader."[৫] বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা গ্রন্থে সমাধিপ্রকাশ মহোদয় বলেছেন-

"ভক্তিহীনের কর্ম শুধু মরুভূমির বালি,
কর্মহীনের ভক্তি শুধু বাসি ফুলের ডালি..□"[৬]

জন্মগত বর্ণনানুযায়ী কর্ম নিকৃষ্ট মনে হলেও সেটা স্বধর্ম হওয়ার দরুণ উত্তম এবং পরের ধর্ম আপাততঃ উত্তম মনে হলেও জীবাত্মার পক্ষে অধর্ম। মনুসংহিতায় আছে-

"বরং স্বধর্মো বিগুণ্যে ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্মেণ জীবন্তি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ□"[৭]

স্বধর্মে কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট হলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। অনুরূপভাবে গীতায় বলা হয়েছে-

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ□"[৮]

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে ধীবরের স্ববৃত্তি কথা অনুস্মরণ করে দেন-

সহজং কিল যৎ বিনিন্দিতং ন খলু তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্।
পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ।[৯]

গীতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় করা□ সর্বতোভাবে কর্মে কুশলতা লাভ করাই যোগ শব্দের মূল অর্থ। তাই বলা হয়-"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।"[১০] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথাই বলেছেন। তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন-পরোক্ষভাবে সব কর্মের সমন্বয় সাধন করে সর্বস্তরের মানুষকে একসূত্রে গেথে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ নির্বীর্য যুব সম্প্রদায়ের উদ্বোধনের উদ্দীপ্ত বাণীর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেন গীতার একটি শ্লোক পাঠ করলেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল পাওয়া যায়।–

"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ□"[১১]

ফলহীন কোন কর্মের প্রতি আমাদের বিশেষ একটা আগ্রহ থাকে না। যার ফলস্বরূপ আমাদের জন্ম-বন্ধন চক্র আবর্তিত হয়। বেশীর ভাগ মানুষ কর্ম করছে ঠিকই কিন্তু কর্মের তুলনায় কর্মফল লাভই অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। কঠোপনিষদে তাই জনজাতিকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার দীপ্তিময় মন্ত্র দিয়েছেন-

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[১২]

সমস্ত শাস্ত্রই আমাদের সাধনার দ্বারা লাভ করার উপদেশ দিয়েছেন। ধনলাভের জন্য যে যত তপস্যা বা পরিশ্রম করে সে তত সুফল লাভ করে। পরিশ্রমই জীবকে সমৃদ্ধি ও সংপ্রাপ্তির সোপান হিসাবে সাহায্য করে। "পরিশ্রমেন বিনা কার্যসিদ্ধির্ভবতি দুর্লভ"□ যে ছেলে যত বুদ্ধিমান, অধ্যয়নশীল সে পরীক্ষায় তত ভাল ফল করবে। সকর্ম কামের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয় না। কাম্যবস্তু লাভ হলে মানুষ কর্মের যে ক্লেশ তা ভুলে যায়। আবার অন্য বস্তুর পিছনে ছুটতে থাকে। নীতিশাস্ত্রে আছে-"উদ্যোগীনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি"-উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেন, কাপুরুষরাই দৈব দেবেন বলেন। তাই বলা হয়-"Industry is the mother of good luck". অর্থাৎ পরিশ্রমই সৌভাগ্যের জননী। আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্য গড়ি। চাণক্যনীতিতে পাই-"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ□" শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- নিষ্কামভাবে কর্ম করলে তা একসময় ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবর্ষিত হয়। সেই কর্মের ফল ভগবানকে সমর্পন করলে মানুষপটে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। মূলকথা কর্মে উদ্যোগী হতে হবে। কর্ম করে ফল কি পাবো? সেই ভাবনাটা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে নিবিষ্ট চিত্তে কর্ম করে যেতে হবে। কারণ কর্ম করতে প্রয়াসি না হলেও সেই কর্মের জ্ঞান লাভ হবে না। তাই গীতায় বলা হয়েছে-

"কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন□
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি□"[১৩]

নিষ্কাম কর্মে মনে প্রফুল্লতা আনে। আমাদের কাজ হল শুধু একনিষ্ঠচিত্তে কর্মই করা। কর্ম ফলের আকাঙ্খা ছেড়ে কর্ম করতে হবে। তাহলেই কর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, সেই কর্মের জ্ঞান জন্মাবে, আর ভক্তিরসের সঞ্চার আনবে। তবেই তুমি পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। জীবনের ধর্ম-কর্তব্য করা। এই কর্তব্য কর্মই মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে। "ত্যাগ" অর্থে সর্বশক্তি সমর্পণ করা, আর "সেবা" অর্থে সেই সমর্পিত শক্তিকে আদর্শের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। অতএব ত্যাগ ছাড়া সেবা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-যতকাল বাঁচবে ততকাল কর্ম করবে-এইরূপ যাবজ্জীব শ্রুতির দ্বারা আদেশিত কর্ম সকলেরও জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীর পক্ষে পরিত্যাগ বলা হয়েছে। তাই "যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানাম্ এব কর্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ।"[১৪]

কর্ম দ্বিবিধ- জ্ঞান ও কর্মযোগ। জ্ঞানানুশীলনই সাধকদের যোগই জ্ঞানযোগ। যে যোগীদের নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার যোগই কর্মযোগ। ভাষ্যকার বলেছেন-"কর্মযোগেন কর্ম এব যোগঃ কর্মযোগঃ তেন কর্মযোগেন যোগীনাং কর্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ।"[১৫] কর্মযোগনিষ্ঠার ফল চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত রাগদ্বেষশূন্য হয়ে বিশুদ্ধ লাভ করলে, তাতে জ্ঞানাভ্যাসের বা যমনিয়মাদির প্রমান বহুবিধ সন্ন্যাসের যোগ্যতা লাভ হয়। তাই গীতায় বলেছেন-

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ□"[১৬]

কর্ম না করলে শরীর রক্ষা করাও কঠিন। অতএব অনাসক্ত ভাবে কর্মে সম্যকরূপে আচরন কর।

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ□"[১৭]

যজ্ঞকর্মের প্রতি ঋত্বিক যজমানের যাগাদি ব্যাপার থাকে, সেইরূপ যাগাদি ক্রিয়ার পর যজ্ঞ-ফলদানশক্তি বিশিষ্ট একটি অপূর্ব শক্তি লাভ করে। নিষ্কাম যজ্ঞকর্ম স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু। "তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।"[১৮]

জ্ঞানীর কর্ম সাধারন ব্যক্তির জড়তা নাশের জন্য। বিদ্বান্ সমাহিত চিত্তে অবিদ্বানের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম নিজে আচরণ করে তাদের দ্বারা সকল কর্ম করবেন। জ্ঞানী সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য শুভ কর্ম করেন।

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সংমোহিত পুরুষেরা আমরা ফলের নিমিত্ত কর্ম করছি□ গুণকৃত কর্মে আসক্ত হই, সেই কর্ম ফলাসক্তেরা অল্পদর্শী, কারণ তারা কর্মফল মাত্রই সর্বস্ব এইরূপ দর্শন করেন। মনুর মতে অহিংসা, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বর্জন, বেদবিহিত, নিত্য-কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে জীব ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়-

"অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপশ্চরন্নৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্□"

"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং"□[১৯] জ্ঞানের আত্মজ্ঞানের আগুনে যার সর্বকর্ম দগ্ধ হয়েছে ব্রহ্মবিদ বুধগণ তাকেই পণ্ডিত বলে। "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"[২০] হে পার্থ, সর্ব অখিল কর্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। "জ্ঞানাগ্নিসর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"[২১] জ্ঞানাগ্নি সর্ব

কর্মকেই ভস্মসাৎ করে ফেলে। কর্মের মূল কাম, কামের মূল বুদ্ধি। সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস করে, বুদ্ধিও নির্বোধ করে তবে যোগরূপ আত্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করার উপদেশই গীতা বারবার দিয়েছেন। সমস্ত কর্মসমষ্টি তার পূর্ণত্ব, চরম সীমা, শেষ জ্ঞানে তখন এই অর্থেই সকল কর্মাদি বলেছেন। সমাধিপ্রকাশ বলেন- "প্রজ্বলিত অগ্নি কাঠসমূহকে যেমন ভস্ম করে তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্ব কর্মকেই ভস্মসাৎ করে।"[২২] যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন কর্মসমূহ হতে নিবৃত্তি হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করেছেন এবং আত্মবৎ হয়েছেন তিনি তার কর্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হন না। গীতায় আছে-

"যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।"[২৩]

গীতা বলেছেন কর্মসমূহের শারীরিক পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্মসমূহের যোগ উন্নততর, কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে সন্ন্যাস যখন কঠিন এবং তাদেরকে যতক্ষণ দেহে আছে ততক্ষণ কর্ম অবশ্যই করতে হবে। তখন কর্ম সমূহের যোগ সম্পূর্ণরূপে পর্যাপ্ত এবং এরা সহজে আত্মাকে ব্রহ্মসমীপে নিয়ে যায়। কর্মের যোগ, ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ এর চরম অবস্থায় বাহ্য নয়, কিন্তু আন্তর, শারীরিক কর্মসমূহের সমর্পণ নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্মসমূহের সমর্পণে ব্রহ্মে, ঈশ্বরের সত্তায়। "ব্রহ্মণি আধার কর্মাণি, ময়ি সংন্যস্য।"[২৪] আরো বলা হয়েছে- "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য।"[২৫] সব কর্ম মনের দ্বারা পরিত্যাগ করা। যখন কর্মসমূহ এইভাবে ব্রহ্মে সমর্পিত হয়, তখন যন্মাত্র কর্তার ব্যক্তিত্ব থেকে যায়, যদিও তিনি কাজ করেন, তিনি কিছুই করেন না। কারণ তিনি তাঁর কর্মের ফল ত্যাগ করেন না, তাদের কারণকে ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর সন্নিকটে থেকে কর্মের ভার গ্রহণ করেন। পরমেশ্বর কর্মকর্তা, কর্ম এবং কর্মফল হন।

নির্বীজ সমাধিতে যোগী একেবারে নিমগ্ন তাঁর কোনও বাহ্য কর্মাদি আহার, নিদ্রা, মলমূত্রাদি ত্যাগ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ বর্জন পর্যন্ত কোনও কর্ম থাকে না। তাকে গীতায় নিষ্কর্মসিদ্ধি বলে। গীতায়-

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।"[২৬]

যার বুদ্ধি কোনও বিষয়ে আসক্ত নয়, আত্মাকে যিনি জয় করেছেন, যাঁর কোনও বিষয়ে আসক্ত নয়, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্মরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। কর্ম করলে যে মন-অহংকারবুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ তা যখন সর্বদা একাগ্র ভূমিকায় নিরুদ্ধ সম্প্রজ্ঞাতযোগে বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগে তখন কোনও কর্ম করার না থাকায় নৈষ্কর্মসিদ্ধি হয়। গীতায়–"গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"[২৭] অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ জনেরা ব্রহ্মেই যান। এই জন্য গীতায় অর্জুনকে বলেন- "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।"[২৮] অর্থাৎ সর্বকালেই, সর্ব সময়েই, হে অর্জুন, তুমি যোগযুক্ত হও। সর্বদা যিনি যোগযুক্ত ব্রহ্মভূয় ব্রহ্মভাবে স্থিত হয়।

মূল্যায়নঃ –ভারতীয় সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নিয়ম, ধর্ম কর্মেই নিহিত রয়েছে। কর্মের মধ্যদিয়ে ধর্মমার্গে উন্নিত হওয়া যায়। কর্মবিহীন মানুষ জড়বস্তু। মানুষ সুস্থ্যজীবন যাপন করতে হলে কর্ম করতেই হবে। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে কর্ম করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৎ ভাবনা নিয়ে সৎকর্মই মানুষের জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা হতে পারে।

সহায়কগ্রন্থ

স্বামী বাসুদেবানন্দ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪তম মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৯।

দাস, গুরুচরণ, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, জন্মাষ্টমী, ১৪১১।

সরকার, কমল, *চরৈবেতি,* কমলসরকার, কলকাতা, ২০০৯।

আরণ্য, স্বামী সমাধিপ্রকাশ, *নারীর পূর্ণ অধিকার,* শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০।

বসু ড.দুর্গাদাস, *হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব,* ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২০।

চক্রবর্তী সত্যনারায়ণ, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৪।

গঙ্গোপাধ্যায় বীরেশ্বর, বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা, রক্তকরবী, কলকাতা, ২০১৮।

ঘোষ জগদীশচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, অষ্টমসংস্কার, ১৯৫৮।

তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২০।

Shstri Pansikar Wasudev Laxman, *SRIMADBHAGAVADGITA*, Pandurang Jawaji, Bombay, 1936.

---

[১] শ্রীমদ্ভাগবত, ৬/২/৪।

[২] গীতা. ৪/১৩।

[৩] বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা, আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ-১৯।

[৪] গীতা, ১৮/৪৫-৪৬।

[৫] বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা, আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ-৭।

[৬] গীতা, ১৮/৪৫-৪৬।

[৭] মনুসংহিতা, ১০/৯৭।

[৮] গীতা, ৩/৩৫।

[৯] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৬/১।

[১০] গীতা, ২/৫০।

[১১] গীতা, ২/৩।

[১২] কঠোপনিষদ, ১/৩/১৪।

[১৩] গীতা,২/৪৭।

[১৪] গীতা, ৩/৯।

[১৫] গীতাভাষ্য, ৩/৩।

[১৬] গীতা, ৩/৫।

[১৭] গীতা, ৩/৪।

[১৮] গীতা, ৩/১৫।

[১৯] গীতা, ৪/১৯।

[২০] গীতা, ৪/৩৩।

[২১] গীতা, ৪/৩৭।

[২২] নারীর পূর্ণ অধিকার, স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য, পৃ-৩৩।

[২৩] গীতা,৪/৪১।

[২৪] গীতা, ৫/১০।

[২৫] গীতা, ৫/১০।

[২৬] গীতা, ১৮/৪৯।

[২৭] গীতা, ৮/২৪

[২৮] গীতা, ৮/২৭